দুই মন্ত্রণালয়ের টানাটানিতে দেশে কিট সংকট, বন্ধ আমদানি

অর্থের অভাবেই আটকে আছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ টেস্টের কিট আমদানি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান বলছে, কিট সরবরাহ করলেও এখনো একটি টাকাও পরিশোধ করেনি কেন্দ্রীয় ঔষধাগার (সিএমএইচডি)। তাই বন্ধ তাদের আমদানি। বিকল্প হিসেবে ছোট ছোট লটে কিট আমদানি করছে সিএমএইচডি। অধিদপ্তরের হিসেবে গত তিন মাসে কিট এসেছে সাত লাখের বেশি। বর্তমান মজুদ প্রায় ত্রিশ হাজার, শনি-রবিবারে আসবে আরও একটি লট।

কিটের সরবারহ নেই তাই বন্ধ করোনা টেস্টের বুথ। কোথাও আবার নির্দিষ্ট সংখ্যার বাইরে চাইলেও টেস্ট করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশজুড়ে রোগী বাড়লেও সেই তালে বাড়ছে না টেস্টের সংখ্যা। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেয়া তথ্য মতে, এ পর্যন্ত সাত লাখের বেশি কিট আনা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচ লাখ বিভিন্ন ভেন্ডরের মাধ্যমে ক্রয় করেছে কেন্দ্রীয় ঔষাধাগার সিএসএইচডি। বাকি দুই লাখ এসেছে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কাছ থেকে।

কয়েক দফা একাধিক প্রতিষ্ঠান কিট সরবারহ করলেও এখনো তাদের একটি টাকা বিলও পরিশোধ করেনি সিএমএইচডি। আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, টাকা না পেয়ে তারা নতুন করে আর এলসি খুলছেন না, তাই তারা বন্ধ রেখেছেন কিট আমদানি।
ওএমসি লিমিটেডে পরিচালক মারুফ আহমেদ বলেন, এখন এমন একটা অবস্থা কোম্পানি বন্ধ করে দিয়ে ওদিক সাপ্লাই দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ঔষধাগারতো কাউকে কোন বিলই দিচ্ছে না। বলে যে প্রসেসিং-এ আছে, এই কথাতে মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। মন্ত্রিপরিষদের দোহাই দেয়া হয়। আমরা তো কোন তহবিল পাচ্ছি না তাই অর্ডারও দিতে পারছি না।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, করোনা মোকাবিলায় ৯০০ কোটি টাকা বাজেট থাকলেও হাতে পেয়েছে মাত্র আড়াই’শ কোটি টাকা। বাজেটের অন্তবর্তীকালীন সময় হওয়ায় বাকি বরাদ্দ পেতে রয়েছে কিছু জটিলতা। এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন বক্তব্য মেলেনি।

চলতি মাসের শেষের দিকে সঙ্কট মিটবে বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। তিনি বলেন,

সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়া ৩০ জুনের পরে আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর তৈরি করবো। তারপরে একসাথে অনেক দিনের জন্য কিনে এনে মজুদ করতে পারবো।
সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে

হঠাৎ ব্যাংকব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ কমতে শুরু করেছে। প্রায় ৮০ হাজার কোটি থেকে কমে বর্তমানে তা ৬২ হাজার কোটি টাকায় নেমে এসেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, করোনাভাইরাস মহামারী মোকাবেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে প্রচুর ঋণ পাচ্ছে বাংলাদেশ। এ কারণে ব্যাংকব্যবস্থা থেকে ঋণ না নিয়ে উল্টো পরিশোধ করছে সরকার। সে কারণে সরকারের ব্যাংক ঋণ কমছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বিদায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ৮০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকেই কমতে শুরু করে। ৩১ মে ব্যাংক ঋণ কমে ৬৪ হাজার ২৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এরপর ১১ জুন তা ৬২ হাজার ৯৭০ কোটি টাকায় নেমে আসে।

সূত্র জানায়, গত দেড় মাসের মধ্যে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, এআইআইবিসহ আরও কয়েকটি সংস্থার ২০০ কোটি (২ বিলিয়ন) ডলারের বেশি ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। বুধবারও চীনের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংকের (এআইআইবি) ২৫ কোটি ডলার ঋণ যোগ হয়েছে। আগামী সপ্তাহেই বিশ্বব্যাংকের একটি ঋণের ২৫ কোটি ডলার যোগ হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। তিনি বলেন, করোনায় সবকিছু প্রায় স্থবির হয়ে পড়ায় রাজস্ব আদায় আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তাই ধারণা করা হচ্ছিল, এবার অর্থবছর শেষে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। সে কারণে সংশোধিত বাজেটে ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি করা

হয়। কিন্তু বিপদের এই দিনে প্রচুর বিদেশি ঋণ পাওয়ায় এখন আর ব্যাংক থেকে সরকারকে ঋণ নিতে হবে না। উল্টো শোধ করে অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা কমাতে পারবে। ইতিমধ্যে সেই কাজটি শুরুও করে দিয়েছে সরকার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্মকর্তারা জানান, করোনা মোকাবেলায় ৩ জুন আইএমএফের ৭৩ কোটি ২০ লাখ ডলারের জরুরি সহায়তা বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভে যোগ হয়েছে। এর আগে ১৫ মে এডিবির ২৫ কোটি ডলার বাজেট সহায়তা রিজার্ভে যোগ হয়। ২০ মে যোগ হয় আরও ২৫ কোটি ডলার। এছাড়া বিশ্বব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক-আইএসডিবি এবং এআইআইবি-এই তিন সংস্থার প্রায় ৬০ কোটি ডলার ঋণ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পেয়েছে বাংলাদেশ। আর এতেই ২৪ জুন রিজার্ভ বেড়ে ৩৫ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড উচ্চতায় ঠেকেছে, যা আগে কখনও দেশে ঘটেনি।

আশানুরূপ রাজস্ব আদায় না হওয়া, সঞ্চয়পত্র বিক্রি কমে যাওয়ায় চলতি অর্থবছরের শুরু থেকে সরকার ব্যাংক থেকে বেশি ঋণ নিয়েছে। এর মধ্যে করোনাভাইরাসের সংকট শুরু হওয়ায় ঋণনির্ভরতা আরও বেড়ে যায়। মূল বাজেটে ব্যাংক?ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ৪৭ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা থাকলেও সংশোধিত বাজেটে তা বাড়িয়ে ৮২ হাজার ৪২১ কোটি টাকা করা হয়। এর ধারাবাহিকতায় বাজেট ঘাটতি মেটাতে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে ব্যাংক থেকে ৮৪ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা ঋণ নেয়ার প্রস্তাব করেছেন। সূত্র-যুগান্তর

করোনাভাইরাসে সহকারী কর কমিশনারের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সহকারী কর কমিশনার এসএম আবুল খায়ের মৃত্যুবরণ করেছেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালের চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ে রেখে গেছেন।

এদিকে আয়কর বিভাগে এ নিয়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুইজন কর্মকর্তা মারা গেলেন। এর আগে ৮ জুন উপ কর কমিশনার সুধাংশু কুমার সাহা

করোনা আক্রান্ত হয়ে যারা যান।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ট্যাকসেশন) অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও কর কমিশনার মো. রেজাউল করিম চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

পারিবারিক সূত্র জানায়, আবুল খায়ের কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চল, ঢাকার পিআরএলরত ছিলেন। বিভাগীয় পদোন্নতিপ্রাপ্ত এ কর্মকর্তা দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিক, লিভারে সমস্যাসহ নানা জটিল রোগে ভুগছিলেন।

এই কর্মকর্তার পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্টসহ করোনার অন্যান উপসর্গ দেখা দিলে গত ১৮ জুন তাকে রাজধানীর মগবাজারের রাশমনো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর অবস্থার অবনতি হলে বুধবার দিবাগত রাতে তাকে ল্যাবএইড হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তারপর অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে ভেন্টিলেশনে স্থানান্তর করা হয়। সুত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীকে সেনাপ্রধানের ধন্যবাদ

সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আমরা সৈনিক এবং এই যুদ্ধে আমরা সর্বতোভাবে নিয়োজিত থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদন করছি।

দেশের এই ক্রান্তিকালে সেনাবাহিনীকে জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগের সুযোগ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে বাহিনীর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বৃহস্পতিবার সেনা সদর দফতরে বাহিনীর সব পর্যায়ের সদস্যদের নিয়ে দরবারে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় তিনি বাহিনীর সব পদবির সদস্যের উদ্দেশে চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ঘূর্ণিঝড় আম্পানসহ

নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দেন। ভিটিসির মাধ্যমে সব সেনানিবাসে তার বক্তব্য শোনানো হয়। সেনাবাহিনীপ্রধান বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেন।

করোনা মোকাবেলায় নিয়োজিত সেনাবাহিনীর সব চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী তথা সব পদবির সদস্যদের কঠোর পরিশ্রম ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন সেনাপ্রধান।
একই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় আম্পানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জনগণের সাহায্যে নিরলস প্রচেষ্টার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সেনাবাহিনী প্রধান, জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ড যেমন এন-৮ এক্সেস কন্ট্রোলড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেনাবাহিনীকে সুযোগ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সব সেনাসদস্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের নির্দেশ দেন।

বক্তব্যে তিনি সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনোবল অটুট রাখার লক্ষ্যে গৃহীত সময়োপযোগী কল্যাণমূলক পদক্ষেপ সবাইকে অবহিত এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সেনাসদস্যদের আবাসন সমস্যা সমাধান, জীবন বীমা সুবিধা চালু করা, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত তুলে ধরেন। ‘কঠোর প্রশিক্ষণই একজন সৈনিকের প্রকৃত কল্যাণ’- এই মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আজিজ আহমেদ সবাইকে নির্দেশ দেন। সেনাপ্রধান ‘ফোর্সেস গোল-২০৩০’-এর আলোকে একটি সক্ষম সেনাবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন দিক-নির্দেশনা ও নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ‘ শৃঙ্খলা সেনাবাহিনীর প্রাণ এবং আনুগত্য সেনাবাহিনীর চালিকাশক্তি’- এই চেতনাকে ধারণ করে সেনাবাহিনীর সব সদস্যকে চেইন অব কমান্ড অনুসরণ করা এবং কোনো ধরনের গুজবে প্ররোচিত না হওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।

সেনাপ্রধান আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে যখনই দেশে কোনো ভালো কাজ হয়, তখনই স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল সেই কৃতিত্বকে মলিন করার অপচেষ্টা করে আসছে। সাম্প্রতিক সময়ে সেনাবাহিনী করোনাযুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় যখন ভালো কাজ করছে, তখন ওই কুচক্রী মহল সেনাবাহিনীকে নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীকে অতীতের ন্যায় এ ধরনের অপচেষ্টা-

প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে।

সেনাবাহিনী সর্বদাই সরকার, দেশের সংবিধান ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের মূল্যবোধকে ধারণ করে সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুরক্ষায় যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান তিনি। আইএসপিআর সুত্র-যুগান্তর

দেশে আরও ৩৯৪৬ জনের করোনা শনাক্ত, মৃত্যু ৩৯

গত ২৪ ঘণ্টায় বাংলাদেশে নতুন করে আরও ৩৯৪৬ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এবং । ফলে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১ লাখ ২৬ হাজার ৬০৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় মারা গেছে ৩৯ জন। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৬২১ জনে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে করোনা ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে বিশ্বের সব দেশেই ছড়িয়েছে করোনাভাইরাস। বাংলাদেশে গত মার্চে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়।

করোনায় একদিনে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৩৪৬২

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৫৮২ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৬২ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ২২ হাজার হাজার ৬৬০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৩১ জন এবং মোট সুস্থ ৪৯ হাজার ৬৬৬ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

দুঃসংবাদ, দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা!

করোনাজয়ীদের অ্যান্টিবডির আয়ু মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। উপসর্গহীন রোগীদের ক্ষেত্রে তা আরও কম। তাই একবার করোনা হয়েছে বলে আর হবে না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা। এমন দাবি করেছেন একদল চীনা গবেষক।

চীনের একদল গবেষক দেশটির বিভিন্ন বয়সী ৩৭ জন করোনাজয়ীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, করোনাভাইরাসের

বিরুদ্ধে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবডির স্থায়িত্ব মাত্র ২ থেকে ৩ মাস। এই সময়ের পর অ্যান্টিবডির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর থাকছে না। ফলে, নতুন করে আক্রান্ত হতে পারেন করোনাজয়ীরা।

গবেষকদের দাবি সার্স ও মার্সের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডির আয়ু এক বছরের বেশি ছিল। তুলনায় কোভিড-নাইনন্টিন আক্রান্তদের অ্যান্টিবডির মেয়াদ অনেক কম।

হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর ওই ৩৭ করোনাজয়ীকে আরও ৮ সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করেন গবেষকরা। দেখা যায়, ৮১ শতাংশ উপসর্গহীন করোনা আক্রান্তের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায়। বিপরীতে লক্ষণযুক্ত মাত্র ৬২ শতাংশের অ্যান্টিবডির প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু উপসর্গহীন রোগীর অ্যান্টিবডি কেন কম-তার ব্যাখ্যা দেননি গবেষকরা।

এদিকে, ‘ন্যাচার মেডিসিন’ জার্নালে সদ্য প্রকাশিত এই গবেষণাপত্রের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অন্য বিজ্ঞানীরা। কারণ মাত্র ৩৭ জন রোগীর আইজিজি অ্যান্টিবডি নিয়ে পরীক্ষাটি চালানো হয়। পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে সীমাবদ্ধ এ গবেষণার ফলাফল অন্য অঞ্চলের চেয়ে ভিন্ন হতেও পারে বলে মনে করেন তারা। সূত্র-যুগান্তর

এ বছর হজ হবে সীমিত: সৌদি

২০২০ সালের হজ হবে সৌদি আরবে অবস্থানকারী বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সমন্বয়ে সীমিত পরিসরে।

সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে বহির্বিশ্ব থেকে কারও আসার অনুমতি থাকছে না।

সৌদি আরবে বসবাসরত বিভিন্ন দেশের সীমিতসংখ্যক মানুষ নিয়েই এবারের হজ অনুষ্ঠিত হবে। করোনাভাইরাস মহামারীর অব্যাহত ঝুঁকির কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

২২ জুন সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এতে বলা হয়েছে– মহামারী করোনার ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং সামাজিক দূরত্বের প্রটোকল ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে হজ পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সেই হিসাবে বলতে গেলে এবার আন্তর্জাতিকভাবে হজ পালন করা হচ্ছে না। শুধু সৌদিতে অবস্থানরত সৌদি নাগরিক ও বিভিন্ন দেশের মানুষ নানা শর্তসাপেক্ষে হজের অনুমতি পাবেন।
সূত্র-যুগান্তর

আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়: প্রধানমন্ত্রী

স্বাধীনতা-উত্তর দেশকে সমৃদ্ধির সোপানে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য জাতির পিতা রাষ্ট্র পরিচালনার যখন দায়িত্ব পেলেন, যুদ্ধ-বিগ্রহ দেশটিকে যখন এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় সেই আরেক মীরজাফর মোশতাক ও জিয়ার চক্রান্তে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়ে গেল।

মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া এক বক্তব্যে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় সংসদের সভাপতিত্ব করছিলেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দেয়া বক্তব্যে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ সংগ্রামের বর্ণনা দিয়ে দলটির সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের এই ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে যে অর্জন সেটি হচ্ছে-বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জাতি স্বাধীন হিসেবে মর্যাদা পেয়েছে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পাওয়া।

জাতীয় জীবনে আওয়ামী লীগের অবদান ও ত্যাগের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মানুষের জন্য কথা বলে গেছে, মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছে এবং মানুষের জন্য কাজ করছে।

ভবিষ্যতেও মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, আজকের এই দিনে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের প্রতিজ্ঞা– এ দেশকে ক্ষুধামুক্ত দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ হিসেবেই গড়ে তুলব। জাতির পিতার স্বপ্নপূরণ করব। মানুষের কল্যাণে আমরা কাজ করে যাব। আজকের দিনে জাতির পিতার কাছে এটিই আমাদের অঙ্গীকার।

তিনি বলেন, জাতির পিতা শারীরিকভাবে আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার যে আকাঙ্ক্ষা, তা আমাদের পূরণ করতে হবে। তার অস্তিত্ব আমাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আছে। একসময় তাকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু মুছে ফেলা যায়নি। সত্যকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা যায় না।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের জন্য কাজ করে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, একমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় এসেছে, বাংলাদেশের মানুষ কিছু পেয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

সাত দশক ধরে আ’লীগ সংকটে মানুষের পাশে: কাদের

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের যে কোনো সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়ানো আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। গত সাত দশক ধরে আওয়ামী লীগ সংকটে মানুষের পাশে থেকে এ আস্থা অর্জন করেছে।

তিনি মঙ্গলবার সকালে আওয়ামী লীগের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ধানমণ্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও দলের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে

নিজের সরকারি বাসভবন থেকে ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এখন অধিকতর সংগঠিত-শক্তিশালী উল্লেখ করে দলটির সাধারণ সম্পাদক বলেন, কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যন্ত দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে নেতাকর্মীরা নিবেদিত প্রাণ, সজাগ এবং দলের ইশতেহার বাস্তবায়নে সুশৃঙ্খল কর্মীরা প্রতিশ্রুতিশীল ও ঐক্যবদ্ধ।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা ধারণ করে আওয়ামী লীগ মুজিবাদর্শের প্রতিটি সৈনিক দেশ ও জাতির কল্যাণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ ঐক্যবদ্ধ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে বিশ্বদরবারে পরিচিত ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে এবং পূর্ব পুরুষের রক্তের ঋণ শোধ করতে হবে সম্মিলিত সৃজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে।

মাতৃভূমিকে আগামী প্রজন্মের উপযোগী করে গড়ে তোলারও অঙ্গীকার করেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষকে মূলোৎপাটন করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণই হবে আমাদের অঙ্গীকার।

‘বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্নই আজ বাস্তবায়িত করে যাচ্ছেন তারই সুযোগ কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শেখ হাসিনা নিছক কোনো প্রধানমন্ত্রী নন, তার লক্ষ্য পরবর্তী নির্বাচন নয়, তার ভাবনায় শুধুই পরবর্তী প্রজন্ম।’ সুত্র-যুগান্তর